সা ত দি ন

২৩ সেপ্টেম্বর : সাতটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে আদালতে কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না বলে তথ্য সূত্রে জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬তম ভিসি হিসেবে মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

২৪ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় নাগরিক ও আসাম স্বাধীনতা আন্দোলনের (উলফা) নেতা অনুপ চেটিয়া, বাবুল শর্ম্মা ও লক্ষ্মী প্রসাদ গোস্বামীকে অবৈধভাবে শক্তিশালী স্যাটেলাইট টেলিফোন রাখার দায়ে প্রত্যেককে ৭ বছর সশ্রম কারাদন্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।

২৫ সেপ্টেম্বর : বগুড়ায় এক মিনিটের টর্নেডোতে ১৭টি গ্রাম লন্ডভন্ড এবং প্রায় অর্ধশতা নারী-পুরুষ ও শিশু আহত।

চট্টগ্রামে মাদক ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত অবৈধ বস্তি 'বরিশাল কলোনি'র অবশেষে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়েছে।

রাজধানীতে দু'টি হত্যাকান্ড এবং জনতার প্রহারে ৬ ছিনতাইকারী আহত হয়েছে।

২৬ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার বিদায়ী হাইকমিশনার রবার্ট কে ফ্লিন গত ১১ মাসে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও সংস্কারকে অর্থনীতিতে 'বিরাট অগ্রগতি' বলে প্রশংসা করেছেন।

সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ঢাকাসহ ১১ জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে রদবদল করেছে।

রাজধানীর মিরবাগ এলাকায় মোঃ আলাউদ্দিন নামে আরো এক কিশোরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।

২৭ সেপ্টেম্বর : আঠারো দিন পর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকা থেকে পুলিশের অবরোধ তুলে নেয়া হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর এলাকায় পরিবহন নেতা ও শ্রমিকদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন নায়ায়ণগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও রায়ের বাজারে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছে দুই যুবক।

২৮ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উপবৃত্তি প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

চারুকলার ছাত্রী সিমি বানু আত্মহনন মামলায় আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার দায়ে কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। কেবল উত্ত্যক্ত করার দায়ে চার যুবককে ১ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়েছে।

সতেরো দিন টানা বন্ধ থাকার পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) আবার ক্লাস শুরু হয়েছে।

২৯ সেপ্টেম্বর : শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০২ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিশু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জানান।

রাজধানীতে সন্ত্রাসীদের গুলিতে উত্তরায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার শাহাদাত হোসেন সিকদার নিহত।

কেমন বিচার

লিখেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

বাংলাদেশের ইতিহাসে সিমি আত্মহত্যা মামলা একটি ভালো দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারতো। দৃষ্টান্ত এখনো হয়ে থাকবে তবে ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত নয়, একটি অনন্য রায়ের উদাহরণ হয়ে থাকবে। আমাদের পশ্চাৎপদ পেশিনির্ভর সমাজের গায়ের শক্তিতে কমজোর নারীরা নানা বৈষম্যের শিকার। দেশের দুই প্রধান নেতা নারী হলেও পরিবার থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা সর্বত্র নারীকে নারী হিসেবে দেখার প্রবণতা কমেনি।

আর্ট কলেজের ছাত্রী এবং নাট্যকর্মী সিমিকে রাত করে বাড়ি ফিরতে হতো, সে কারণে পাড়ার বখাটে মাস্তানদের নানা লাঞ্ছনা এবং কটূক্তি শুনতে হতো প্রতিনিয়ত। অবস্থা সহ্যের বাইরে চলে গেলে বাবা-ভাইকে জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের দারস্থ হতে হয়। কিন্তু তদন্তকারী পুলিশ অফিসারও বখাটেদের পক্ষ নিয়ে সিমিকে নানা অশালীন কথা শুনিয়ে দেয়। পুলিশের মৌন সমর্থন পেয়ে ওদের উৎপাত আরো বেড়ে যায়। পাঁচ বখাটে এবং এক পুলিশের লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হলো। এই সমাজ একটি কলেজগামী মেয়ের নিরাপত্তা দিতে পারে না, তাকে আত্মহত্যা করে বাঁচতে হয়! এ কথা ভেবে কী লজ্জায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে না।

সিমির আত্মহত্যার পর পর আরো কয়েকটি মেয়ে বখাটেদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। মেয়েরা প্রতিনিয়তই এরকম বখে যাওয়া তরুণদের লাঞ্ছনা, কটূক্তির শিকার হচ্ছে। শুধু এই

কারণেই এই মামলায় যদি ন্যায়বিচার হতো, আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে তাদের কঠোর শাস্তি হতো। তবে এটা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতো। পাড়ায় পাড়ায় বখাটেদের উৎপাত হয়তো কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হতো। উত্ত্যক্তকারীরা অন্তত এটা ভাবতে সুযোগ পেতো এরকম শাস্তির সম্মুখীন হয়তো আমিও হতে পারি।

কিন্তু উত্ত্যক্তকারী চার বখাটেকে দেয়া হলো এক বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড। সমর্থনদানকারী পুলিশের এসআইকে দেয়া হলো একই দণ্ড।

এই মামলার রায়ের পর আসামি দোয়েল, খলিল, মোফাজ্জল এবং বাশাররা যেমন ভেংচি দেখিয়ে উল্লাস করছে, তেমনি তাদের মতো অসংখ্য পাড়ার রোমিওদের মধ্যেও উল্লাস হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে রায় শুনে কান্নায় ভেঙে পড়া সিমির মায়ের মতো লাখো লাখো সিমি এবং তার অসহায় অভিভাবকরা নিজের নিরাপত্তার অধিকার নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। মেয়ে হয়ে জন্মানো কী এ সমাজে অপরাধ? তাদের সর্বশেষ ভরসা আদালতেও কী তারা বৈষম্যমূলক রায়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হবে।

আদালতের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা রাখার সুযোগ কী দ্রুত সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তবে মানুষ কার কাছে যাবে ন্যায়বিচারের আশায়। সমাজ অথবা সরকারের ওপর ভরসা করার সুযোগ শেষ হয়ে গেছে আরো আগে। সাধারণ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার অধিকার কী দুর্বৃত্তদের কাছে জিম্মি হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ? পরিবার, সমাজে এবং রাষ্ট্রে নারীরা যে বৈষম্যের শিকার একইভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ কি আদালতের কাছ থেকেও তাদের প্রাপ্য? এসব পুরনো প্রশ্ন আবার সামনে চলে আসছে আর্ট কলেজের ছাত্রী নাট্যকর্মী সিমির আত্মহত্যা মামলাকে কেন্দ্র করে।

সিমি আত্মহত্যা মামলার চার্জশিট হলো শিশু ও নারী নির্যাতন মামলায়। কিন্তু রায় হলো ডিএমপি অধ্যাদেশ ৭৬ ধারা অনুযায়ী জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় প্রকাশ্যে অশালীন আচরণের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করার অপরাধে! আত্মহত্যার প্ররোচনা দেয়ার অপরাধে সাজা হয়নি তাদের।

আত্মহত্যা করার আগে সিমি ডাইরিতে লিখে গিয়েছিল চার যুবকের অশ্লীল কটূক্তি সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করছে। সেখানে পঞ্চম জনের নাম ছিল না বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সাক্ষী পাওয়ার পরও সে খালাস পেয়ে গেলো। তবে সিমি লিখে গেল যারা তাকে আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দিয়েছে তাদের সে রকম শাস্তি আদালতে দেয়নি বলে রায় শোনার পর আদালতকে ধিক্কার দিয়েছেন সিমির মা। তার কাছে অপ্রত্যাশিত এ রায় সন্তান হারানোর বেদনা কমাতে পারেনি।

অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য

বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের ওপর এ বছরের মে মাসে সাপ্তাহিক ২০০০-এ একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে এদেশ থেকে রপ্তানি হওয়া ২১টি পণ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। সুষ্ঠু সুযোগ-সুবিধার অভাবে পণ্যগুলোর কয়েকটি এখন আর রপ্তানি হচ্ছে না। কিন্তু কিভাবে সেগুলো রপ্তানি আবার শুরু করা সম্ভব- প্রতিবেদনে সে বিষয়গুলোও আলোচিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো পণ্যগুলোর অধিকাংশ সাধারণ মানুষের কাছে রপ্তানি পণ্য হিসেবে সাধারণত আলোচিত হয় না। প্রতিবেদনটি দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ব্যবসায়ী মহলে নজরে আসে। এসব পণ্য রপ্তানিতে আগ্রহী হয়ে অনেক নতুন উদ্যোক্তা সাপ্তাহিক ২০০০-এর অফিসে যোগাযোগ করেন। বিদেশে অবস্থিত সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকরা দেশের নতুন উদ্যোক্তাদের বাজার খুঁজে দিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এদেরই একজন সুইডেন প্রবাসী **মোঃ আব্দুল মোমেন মনি লস্কর**। পণ্য রপ্তানির জন্যে তিনি রপ্তানিকারকদের জন্য কিছু ঠিকানা জানিয়েছেন।

রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে আম, লিচু, পেঁপে, কামরাঙ্গা, নারিকেল, চাউল, পেয়ারা, মিষ্টিআলু, কাঁচা মরিচ (বর্তমানে পাকিস্তানের আম সুন্দর প্যাকেট ও স্বাদের জন্য বাজার দখল করে আছে) ও গলদা চিংড়ি (ছোট চিংড়ি) সহ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য Coop Forum, Vivo, Prisxtra & Ax food, কাপড় চোপড় সর্বপ্রকারের বড়দের এবং বাচ্চাদের, স্যান্ডেল, প্রসাধনী (হারবাল) বাটিকের কাপড়, চামড়া জাতীয় দ্রব্যাদি যেমন ব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট, জুতা, মোজা ও খেলনার জন্য H & M, Alens & Coop Forum, বেডকভার, বেডশিড, লেপের কভার, কম্বল, নকশি কাঁথা, পর্দার কাপড় এবং থান কাপড়ের জন্য Hemtex, Ikea, Jysk, Alens & Coop Forum, গৃহসজ্জার সমস্ত দ্রব্যাদি যেমন লাইট ফ্যান, চাকু, ফার্নিচার, স্টিলনেস স্টিল, কাচ, মেলামাইন, খেলনা ও হাতের তৈরি জিনিসের জন্য Coop Forum, Alens & Ikea এই দোকানগুলো যোগাযোগ করতে মোঃ আব্দুল মোমেন রপ্তানিকারদের পরামর্শ দিয়েছেন। শুধু চামড়া জাতীয় দ্রব্যের ও প্লাস্টিক দ্রব্যের জন্য Skocity & Wedins Skor-এ যোগাযোগ করতে বলেছেন। নিম্নে কোম্পানিগুলোর ঠিকানা দেওয়া হলো।

Coop Forum
Katarina V-15
Box 1200
10465 Stockholm
Tel : 08-7431000
www.coop se
ica handlarna AB
17085 Solna, Sweden
08-58550000

Prisxtra City
N. Stationg-58
11333 Stockholm
Fax 08-4415175

Vivo
ParkV-4A, Box 1301
17125 Solna
www.vivo se

Skocity
Drottninggatan-56
11121 stockholm

Wedins Skor
Drottninggatan 68, 6tr
11121 Stockholm

Ax Food
Kungsg-32
Box 7314
10390 Stockholm
Tel : 08-55399800
www.axfoodse

H & M
Norrlandsg-15
Box 1421
11164 Stockholm
Fax 08-248078

Hem Tex
Box 495
50313 Boras, www.hemtex se

Alens AB
Ring V-100
111890 Stockholm
www.alens.com

Ikea
Box 79
127 22 skarholmen
www.ikease, Jysk Baddlager AB
Archi Medes V-5
16866 Bromma

মোহাম্মদ আব্দুল মোমেনের যোগাযোগের ঠিকানা
Md. Abdul Momen Moni Lasker
Sturev-92A
19268 Sollentuna
Sweden
Fax/Tel : 08-7542776

চট্টগ্রাম

বিপ্লব গ্রেপ্তারের নেপথ্যে

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

অবশেষে তৃতীয়বারের মতো গ্রেপ্তার হলো সিএমপি'র তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী ছাত্রদল নেতা রাশেদুন্নবী খান বিপ্লব (৩২)। অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখা, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, পেট্রোলপাম্প লুটসহ অসংখ্য অভিযোগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখার ছাত্রদল সভাপতি রাশেদুন্নবী বিপ্লবের বিরুদ্ধে পাঁচলাইশ থানায় ৭টি কোতোয়ালি থানায় ১টি মামলা, পাঁচলাইশ থানায় ৭টি জিডি রয়েছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এলাকার মাসিক আট থেকে দশ লাখ টাকার চাঁদাবাজির বর্তমান নেপথ্য নায়ক বিপ্লব বাহিনী প্রধান বিপ্লবের গ্রেপ্তার অবিশ্বাস্য হলেও জোট সরকারের স্থানীয় আট মন্ত্রীর অস্তিত্ব রক্ষায় জরুরি হয়ে পড়েছিলো বিপ্লবের বেপরোয়া সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে– দলের অভ্যন্তরেই এমন মন্তব্য করছেন অনেকে। যে কারণে দলীয় চিকিৎসকরাই ধরিয়ে দিলেন বিপ্লবকে।

২৮ সেপ্টেম্বর শনিবার বিকেল ৪টায় পাঁচলাইশ থানা পুলিশ মেডিকেল কলেজের সামনে থেকেই গ্রেপ্তার করে রংপুর জেলার দক্ষিণ গুপ্তপাড়ার নুরুন্নবী খানের সন্তান এক সন্তানের পিতা রাশেদুন্নবী খান বিপ্লবকে।

বিপ্লব থেকে বিপ্লব বাহিনী

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র রাশেদুন্নবী খান বিপ্লবের নিয়মিত ছাত্রত্ব শেষ হয়ে গেছে প্রায় দেড় দশক। এর আগে '৯৫ সালে অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হয় বিপ্লব। তবে দ্বিতীয়বার জেলে থাকা অবস্থায় নেশাগ্রস্ত হয়ে

স্পট: চিতলমারী

বাড়ছে নারী নির্যাতন

বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলার গ্রামাঞ্চলে একের পর এক ঘটে যাওয়া নারী নির্যাতনের ঘটনার সালিস ও মীমাংসার নামে শাসকদলের কতিপয় নেতা হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। শ্লীলতাহানির শিকার মেয়ে-গৃহবধূরা তেমন কোনো সুবিচার না পেয়ে অসহায় হয়ে পড়ছে। এসব কর্মকান্ডে থানা পুলিশ পরোক্ষ সহযোগিতা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, গত ২ সেপ্টেম্বর কীর্তনখালী গ্রামের গৃহবধূ সমাপ্তি মন্ডল (২৫), জনৈক ভোলানাথ, অজিতসহ ১০/১২ জনের হাতে নির্যাতিত হয়ে চিতলমারী হাসপাতালে ভর্তি হয়। ৩১ আগস্ট রাতে শান্তিখালী গ্রামের সিরাজ শেখের কন্যাকে (১৮) স্থানীয় চৌকিদার মোঃ ফারুক মোল্লা ধর্ষণের সময় জনতার হাতে ধরা পড়ে। ২৫ আগস্ট ডুমুরিয়ার দিপালী রানী (২৬) থানায় ধর্ষণের অভিযোগ করায় পুলিশ অমূল্য ও মহানন্দকে ধরে আনে। পরে সালিসির নামে ছেড়ে দেয়। এদিনই কালিগঞ্জ বাজারের পাশে একটি পোড়ো স্কুলঘরে নাজিরপুরের এক যুবতী (১৯) স্থানীয় কতিপয় বিএনপি নেতা কর্তৃক পালাক্রমে ধর্ষিত হয়। গত ২০ আগস্ট গোড়া নালুয়ার জনৈক গৃহবধূকে (২৫) সহকারী তহশিলদার প্রভাস দাস ধর্ষণের সময় এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়ে। ১৬ আগস্ট দড়ি উমাজুরী গ্রামের এক কিশোরীকে (১৩) ধর্ষণ করায় পুলিশ বিকাশ বসু নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। পরে সন্তোষপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও স্থানীয় এক বিএনপি নেতা মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেনে বিকাশকে ছাড়িয়ে নেয়। এছাড়াও দু'সন্তানের জননীকে (৩০) শৈলদাহর জাহাঙ্গীর মেম্বার, বোয়ালীয়ার সুখী মন্ডলকে (২৪) জনৈক অসিত মন্ডল, খালিশাখালীর পার্বতী হাজারাকে (২৫) জনৈক বিএনপি নেতা ননী চৌধুরী নির্যাতন চালায়। এসব নির্যাতনের ঘটনা মীমাংসার কথা বলে বিএনপি পরিচয়দানকারী কতিপয় নেতা থানা থেকে আসামিকে ছাড়িয়ে নেয়। এলাকার কৃপা রানী (১৬) নামে অন্তঃসত্ত্বা এক যুবতীর গর্ভ নষ্টের সময় মৃত্যু হলে তার লাশ থানায় এনে গভীর রাতে এসআই রমজান আলী উৎকোচের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়। গত ১৯ জুলাই পোস্টমর্টেম ছাড়াই কৃপার লাশ দাফন করা হয়। স্থানীয় সালিসদাররা ওইসব ঘটনার অভিযুক্তদের কাছ থেকে ৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা নিয়ে নির্যাতিতদের দেয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে এসব ঘটনা ঘটছে হরহামেশাই।

বাবুল মন্ডল

যায় বিপ্লব। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে '৯৬ সাল থেকে পলাতক থাকে এবং অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগেই স্বমূর্তিতে ফিরে আসে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এলাকায়। চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতা নেবার সঙ্গে সঙ্গে অবলীলায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস চর দখলের মতো বিপ্লব বাহিনীর দখলে চলে যায়।

আওয়ামী লীগ শাসনামলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এবং এমইএস কলেজকেন্দ্রিক ছাত্রলীগ ক্যাডাররা দু'দফায় চাঁদা নিতো মাসে। ১০০/১৫০ টাকা থেকে দেড়-দু'হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে হতো তাদের। তাও নির্ধারিত কিছু ওষুধের দোকান, অ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী গাড়ি থেকে নেয়া হতো এ টাকা। বিপ্লব এসেই প্রথম মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টার এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আবাসিক সার্জন ডা. জাহাঙ্গীর আলমের কোয়ার্টারে আস্তানা গেড়ে বসে। হাসপাতালের ক্যান্টিন, খাবার টেন্ডার, ওষুধ সরবরাহকারী ঠিকাদার, আয়া, দারোয়ানদের চাঁদা দিতে বাধ্য করাসহ আবাসিক এলাকা, পাসপোর্ট অফিস পর্যন্ত বিস্তৃত হয় বিপ্লব বাহিনীর দোর্দন্ড প্রতাপ। চাঁদার রেট ইচ্ছামতো বাড়ানো হয় এবং ত্যক্তবিরক্ত, তটস্থ করে রাখা হয় পুরো মেডিকেল কলেজ এলাকা। বিপ্লব বাহিনীর দাবি মেটাতে ব্যর্থ অনেকেই বিপর্যস্ত হয়ে এলাকা ছেড়েছেন এমন নজিরও কম নয়।

অসহনীয় পর্যায়ের চাঁদাবাজিতে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে চার ছাত্রদল নেতা গ্রেপ্তার হয় মধ্য জুলাইতে। পুলিশের অভিযোগ, চাঁদাবাজি করতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেপ্তার হয়েছে এরা। প্রতিবাদে হাসপাতাল, ইমার্জেন্সি এবং কলেজে ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ নেতারা তালা ঝোলায় ১৬ জুলাই। এদের হামলায় পুরো প্রশাসন জিম্মি হয়ে যায় এই বাহিনীর হাতে। জামিনে মুক্তি পায় চার নেতা। অযথা হয়রানি বাড়ে সাধারণ রোগীদের, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের। আত্মগোপনে প্রভাবশালী মন্ত্রীর বাড়িতে আশ্রয় নেয় বিপ্লব।

মাত্র ক'দিন পর আবার স্বরূপে প্রকাশ্যে দোর্দন্ড প্রতাপ শুরু হয় বিপ্লবের। ইতিমধ্যে দলীয় নেতাদের অনুরোধে সরকারি বাসার দখল ছাড়তে বাধ্য হয় বিপ্লব এবং তার বাহিনী। বেপরোয়া সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অবৈধ অত্যাধুনিক অস্ত্রধারী বিপ্লব প্রভাবশালী মন্ত্রীদের হয়তো কিছুটা জবাবদিহিতার মুখোমুখি করেছে– ক'দিনের জন্য কারাগারে পাঠানো হলো।

দলীয় নেতাদের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য

এ প্রসঙ্গে নগর ছাত্রদল সভাপতি নাজিমুর রহমান বলেন, 'তাকে বারবার সতর্ক করা হয়েছে দল থেকে। এখন পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, আদালতের ওপর কথা বলতে পারি না আমরা।' আগে অস্ত্রসহ বিপ্লব গ্রেপ্তার হবার সত্যতা স্বীকার করে নাজিমুর রহমান বলেন, দলে থেকেই তার কর্মকান্ড চালিয়েছে সত্য, তবে দল তো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। তাই আমরা পুলিশকে বলেছি গ্রেপ্তার করুন। যাদের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী বলা হয় তাদের অনেকে জামিন পেয়েছে।' এ প্রসঙ্গে

দে • য়া • ল • লি • পি

চিকন স্বাস্থ্য মোটা...

ঢাকা শহরের বিভিন্ন অলি গলিতে 'চিকন স্বাস্থ্য মোটা করিয়া থাকি'র বিশাল সাইন বোর্ড দেখা যায়। মানুষ এই যুগে যখন সাধনা করে 'স্লিম' সাজতে চায়, তখন চিকন লোকেরা কিংবা পুরনো ঢাকার পাতলা খান লেনের নিবাসীরা মোটা হতে এই সমস্ত সাইন বোর্ড সর্বস্ব দোকানের দিকে ছুটে যায় কিনা জানা যায়নি। তবে সুনামগঞ্জের ওয়েজ খালিতে বসবাসরত আইনজীবী সহকারী (মুহুরি) শিরিন মিঞা ইউনানী মতে ১০০% গ্যারান্টিতে মোটা হতে চেয়ে চিকন স্বাস্থ্য মোটাকরণের চিকিৎসক দিদার মিঞার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। দিদার মিঞার দেয়া এক ডোজ ওষুধ খেয়ে গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে তিনি রক্তবমি করা শুরু করেন এবং হাসপাতালে নেয়া হলে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কি আর করা? পুলিশ ১০০% গ্যারান্টি দানকারী চিকিৎসক দিদার মিঞাকে গ্রেপ্তার করেছে আর চিকিৎসালয় সিলগালা করে দিয়েছে।

বিদায় সায়মন

পাকিস্তানি সেনারা একাত্তরের মার্চে যখন ক্রাকডাউনে নামে তখন এই নির্বিচার হত্যাকান্ডের পর প্রায় সব বিদেশী সাংবাদিকদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। হোটেল ইন্টারকনের (শেরাটন) ছাদে দাঁড়িয়ে তখন ছবি তুলেছিলেন সায়মন ড্রিং। খান সেনাদের বোকা বানিয়ে ছবি ও খবরের উপাত্ত সংগ্রহ করে তিনি নিজ দেশে ফিরে সেগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়। '৭২-এর ৩০ জানুয়ারি বিহারিদের অবরোধ করে রাখা ঢাকার মিরপুরে যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অভিযানে নামে, সেদিন জহির রায়হানসহ প্রায় চল্লিশজন সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিক নিহত হন। সেদিন সাংবাদিকদের সেখানে ঢুকতে না দেয়া হলেও সবার চোখ এড়িয়ে ঢুকে পড়েছিলেন এই অকুতোভয় সায়মন ড্রিং। একুশে টেলিভিশনের দায়িত্ব নেবার পর সায়মন ড্রিং খবর প্রচারের ক্ষেত্রে যে স্টাইলের প্রচলন করেছিলেন সারা দেশে সেটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। একুশে টিভিও শেষমেশ বন্ধ হয়ে গেল। বাংলাদেশের জন্য কিছু না করেও মোহাম্মদ আলি এদেশে দারুণ জনপ্রিয়, তাকে বাড়ি করার জন্য জায়গাও দেয়া হয়েছিল। তার নামে বক্সিং স্টেডিয়াম আছে। আইসিসি ট্রফি বিজয়ের পর গর্ডন গ্রিনিজকে এদেশের সম্মানিত নাগরিকত্বও দেয়া হয়েছে। আর মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান ও টিভি সাংবাদিকতায় আধুনিক পরিবেশনা ও স্মার্টনেস এনে দেয়া সায়মন ড্রিংকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হলো। সায়মনের ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করা হয়েছে। এই সংখ্যা সাপ্তাহিক ২০০০ বাজারে যাবার আগেই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবেন সায়মন ড্রিং। কি বলা যায় সায়মন তোমায়? গুডবাই সায়মন? নাকি এটা বলা ভালো যে– 'সায়মন চলে যাচ্ছ যাও, তবে জীবন ও ইতিহাসের ব্লাকবোর্ড থেকে তোমার স্মৃতি মুছে ফেলা যায়, এমন একটা ডাস্টারও আমাদের দিয়ে যেও।'

খোল খোল দ্বার

'বন্ধ' শুনতে শুনতে মানুষের মনটাও কেমন যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আদমজী বন্ধ, ইটিভি বন্ধ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, বুয়েট বন্ধ, শহীদ মিনার অবরুদ্ধ বা বন্ধ ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশেষে খোলা বিষয়ক খবর পাওয়া গেল। বুয়েট খুলে দেয়া হয়েছে। খুলে দেয়া হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও। শহীদ মিনার চত্বর থেকে সরে গেছে পুলিশ। এখন কি আনন্দে গান গাওয়া যাবে? 'কেন খুলেছ তোমার জানালা, কেন তাকিয়ে রয়েছ জানি না তো, মনে তে কি আছে বল না?' অথবা 'খোল খোল দ্বার/ রাখিও না আর/ বাহিরে আমায় দাঁড়িয়ে।' তবে শহীদ মিনার খুলে দেয়া আর দূরে পুলিশের গার্ড দেয়া নিয়ে একটি পুরনো রাজনৈতিক কৌতুক ছড়িয়ে পড়েছে। একবার ইংল্যান্ডের হাউস অব কমন্সে (সেখানকার সংসদ ভবন) বিতর্ক চলছে। বিতর্ক চলাকালীন ইংল্যান্ডের সে সময়ের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের খুব 'হিসি' পেল। তিনি তাড়াহুড়ো করে ছুটে গেলেন টয়লেটে। ফেরার পথে তার সঙ্গে দেখা এক ইয়াং এমপি'র। ইয়াং এমপি দেখতে পেলেন উইনস্টোন চার্চিলের প্যান্টের জিপার (চেইন) খোলা। ইয়াং এমপি বললেন, 'এক্সকিউজ মি স্যার, আপনার গার্ডরুম কিন্তু খোলা।' চার্চিল বুঝতে পারলেন। তিনি প্যান্টের চেইন লাগাতে লাগাতে বললেন, 'ইয়াংম্যান, কি দেখলে খোলা গার্ডরুমে? প্রহরী কি সটান দাঁড়িয়ে আছে নাকি দুটো বালির বস্তার ওপর শান্তির ঘুম ঘুমোচ্ছে?'

আহসান কবির

সাপ্তাহিক ২০০০ থেকে প্রশ্ন করা হয়, প্রভাবশালী মন্ত্রীদের সঙ্গেই শীর্ষ সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছে– অস্বীকার করবেন কি?' নগর ছাত্রদল নেতা নাজিম বললেন, 'তারা আবার অপরাধ করে থাকলে পুলিশ গ্রেপ্তার করুক।' পরোক্ষে স্বীকার করে নিলেন সত্যতা।

অপর ছাত্রদল নেতা ইয়াসিন চৌধুরী লিটন বললেন ভিন্ন কথা। বিপ্লবকে নিরীহ হিসেবে অভিহিত করে বললেন, 'বিপ্লবকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছাত্রলীগের মশিয়ুর, মহিমের মতো শীর্ষ সন্ত্রাসীদের রেখে বিপ্লবের মতো শান্তশিষ্ট ছেলেকে গ্রেপ্তার রুলিং পার্টির নেতা হিসেবে কিভাবে মেনে নেবো?' সব অভিযোগের সত্যতা নাকচ করে বিপ্লবের গ্রেপ্তারকে নিছক ষড়যন্ত্র হিসেবেই দেখছেন লিটন।

পরস্পর বিরোধী বক্তব্যের পরও চট্টগ্রামে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস প্রতিরোধে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা কোনোভাবেই সন্তোষজনক নয় জনগণের কাছে। উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে অপহরণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি। প্রতিটি স্কুলে পাঁচ লাখ থেকে ২৫ লাখ পর্যন্ত চাঁদার দাবিতে হুমকি দেয়া হচ্ছে ছাত্রছাত্রী অপহরণের। ইতিমধ্যে এ ধরনের অপহরণ শুরুও হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতিতে ছাত্রদল ক্যাডার তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী বিপ্লবের গ্রেপ্তার-জামিন নাটক শেষ পর্যন্ত দেখার অপেক্ষায় চট্টগ্রামের জনগণ নীরব দর্শক কেবল।

স্মরণ

ফারিয়া লারা

(১৬ এপ্রিল ১৯৭০-২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)

লিখেছেন **আসিফ নজরুল**

লন্ডনে তখন কি শীতকাল? আমার ঠিক মনে নেই। আমি মুনার জন্য চা বানাচ্ছি। আর একটু অবাক হয়ে ওকে দেখছি। মুনা টেলিফোনে কথা বলছে দেশে, লারার সঙ্গে। কিন্তু ওকে দেখে মনে হচ্ছে ছোট্ট এক শিশুর সঙ্গে কথা হচ্ছে ওর। আমার দিকে চোখ পড়তেই বলে, কথা বলবেন লারির সঙ্গে। 'লারি' যেন তুলতুলে এক খরগোশ ছানার মতো কিছু। আমি হাসি। টেলিফোন হাতে নিয়েই মজা করতে ইচ্ছে হয়। বলি, তুমি নাকি আজকাল মশা মারার প্লেন চালাও। লারা এক মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে যায়। মশা মারার মানে? আমি হাসি, সেও হাসে। বলে, আপনি আসেন দেশে, কি চালাই দেখাবো একদিন। মুনা আমাকে ব্যাখ্যা করে বলে প্লেন চালানোটা কি ধরনের প্যাশন লারার। বিশেষ করে লো-অল্টিচুডে। লারার জন্য এটাই স্বাভাবিক। ওকে অল্প চিনতাম আমি। কিন্তু তাতেই বোঝা যেত ওকে। অল্প সময়ের মধ্যে মনে দাগ কাটতে পারতো ও। সেই দাগ গভীর এবং অবিনশ্বর। লারার সঙ্গে সেটাই আমার শেষ কথা। এর কিছুদিন পরে ওর মৃত্যু পত্রিকার শিরোনাম হয়ে যায়। তার ঠিক আগের দিন শামীম আজাদ ফোন করে আমাকে জানান অবিশ্বাস্য সংবাদটি। তারপর তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে যান, আমিও। আমেরিকায় তখন নিশ্চয় শেষরাত। তবু আমি ফোন করি লারার বন্ধুদের। কিছু শোক বহন করা বড় কষ্টের। তখন বিশাল একটা পরিবারের প্রয়োজন হয়। তারপরও কি সেই কষ্ট একটুও ফিকে হয়? হয় না। টেলিফোনের অন্য প্রান্তে আমি ঢুকরে ওঠা কান্নার শব্দ শুনি। এই পৃথিবীর আনন্দ-বেদনার অনেক উর্ধ্বে চলে গেছে লারা। কিন্তু ওর চেনা পৃথিবীর বহু আনন্দ- বেদনা আজো ওকে নিয়েই। লারার প্রাণোচ্ছ্বাসের গল্প মনে হতে হতে তাই হাসি ফুটে ওঠা মুখে অনিবার্য গাঢ় ছায়া নামে। আমার, আমাদের সবার। যে কারো প্রস্থান রেখে যায় শূন্যতা। লারার ক্ষেত্রে তা আরো বিশাল বহু কারণে। লারাকে কখনো অস্বীকার করা যেত না। য়্যু লাইক হার, অর ডিসলাইক, বাট শি ওয়াজ নেভার টু বি ইগরোনড। অল্প দিন সাংবাদিকতা করেছে ও, আজকের কাগজ আর খবরের কাগজের সবচেয়ে প্রখর সময়ে। ও তখন জিল্লুরের বন্ধু। তবু অনেক আলোচনার ও-ই কেন্দ্রবিন্দু। সাংবাদিকতার কারণে, ওর স্টাইলিস্ট জীবনের কারণেও। এখন প্রথম আলো আর জনকণ্ঠ এবং তখনকার বিচিত্রার অনেকে ছিল ওর ঘনিষ্ঠ। একটা খুব দৃষ্টিনন্দন আর রুচিবান মেয়ে সবার সঙ্গে এতো সহজভাবে মিশছে– এটা খুব স্বাভাবিক নয় আমাদের সমাজে। লারাকে তারপরও সাংবাদিকতা জগতের মেয়ে মনে হতো না। ও ছবি আঁকতো, অনুষ্ঠান করতো, কিন্তু এগুলোও ওকে ঠিক স্থিতি দিয়েছিল বলে মনে হয় না। একদম অন্যরকম ছিল ও। সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝানো যাবে না। মুনা একবার লন্ডনে বলেছিল, একা একা প্লেনে করে চক্কর দিয়ে এলে ওর মন ভালো হয়ে যায়। এই একটা সংলাপ লারার জন্য খুব মানানসই মনে হয়েছিল। এ দেশের কিছু মানুষ লারাকে খুবই অপমান করেছে। লারার অসাধারণ পরিবারটাকেও। লারার মৃত্যুর পর যে নির্মমতার সঙ্গে দুর্ঘটনায় ওর অসতর্কতার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, যেভাবে আসল কারণ ধামাচাপা দেয়া হয়েছে, সেই অবমাননা মেনে নেয়া যায় না। কিছুতেই না। লারা দিগন্ত ছুঁতে চাইতো। সবচেয়ে দূর দিগন্তেই চলে গেছে ও। সেখানে কারো কারো প্রগাঢ় কণ্ঠ তো পৌঁছেই। সেই মায়াময়তায় ওর মৃত্যুপ্রেমী অভিমান কি দূর হয়েছে! কিছুটা হলেও যেন হয়।

রো • জ • না • ম • চা

আল হারমাইন

নজিরবিহীন নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার মধ্য দিয়ে গ্রেপ্তারকৃত সাত বিদেশী নাগরিককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন। উল্লেখ্য, উত্তরার আল হারমাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন এন্ড স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ফাউন্ডেশনের পরিচালক ও শিক্ষকসহ সাত বিদেশী নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয় যাদের ভেতর লিবিয়া, সুদান ও আলজিরিয়ার নাগরিক রয়েছেন। কয়েকটি দৈনিক লিখেছে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই, আল কায়েদা, হরকাতুল জেহাদ আফগান, কাশ্মীরি জঙ্গিদের সঙ্গে হারমাইন ফাউন্ডেশনের যোগাযোগ রয়েছে এই তথ্যের ভিত্তিতেই নাকি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কাশ্মীর এবং আফগানিস্তানে নাকি আল-হারমাইনের মাধ্যমে মুজাহিদ পাঠানো হতো! আওয়ামী লীগ আমলে 'হরকাতুল জেহাদ' নামের সংগঠন নিয়ে বোমাবাজি এবং বিভিন্ন বিষয়ে খবর বের হতো। দেখা যাক এই আমলে 'আল হারমাইন' নামের প্রতিষ্ঠানটি হরকাতুল জেহাদের জায়গাটা দখল করতে পারে কি না!

পিটিয়ে হত্যা

নির্দিষ্ট বিরতির পর পর কি পুলিশ মানুষ পিটিয়ে হত্যা করে? হয়তো। আওয়ামী লীগ আমলে রুবেল, নুরুজ্জামান শরীফ, অরুণ চক্রবর্তী, তুহিনসহ আরো অনেককে পুলিশ হেফাজতে মেরে ফেলা হয়। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কাপাসিয়ায় ছাত্রলীগের মেধাবী নেতা জামালকেও নির্যাতন করে মেরে ফেলা হয়। সর্বশেষ গত সপ্তাহে ঢাকার কাফরুল থানা পুলিশ আলম নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করার পর প্রচার করে যে গণপিটুনীতে নাকি আলমের মৃত্যু হয়েছে। যদিও আলমের পিতা কাফরুল থানায় ওসিসহ আরো তিন এসআই-এর বিরুদ্ধে মামলা করে দিয়েছেন। রুবেল হত্যা মামলার রায়ের পরে রুবেলের মা বলেছেন, 'বিচার এখন চাইব খোদাতালার দরবারে।' নুরুজ্জামান শরীফের পরিবার এখনও বিচার পাননি। জানি না জামাল ও আলমের পরিবারের ভাগ্যে কি আছে। কিন্তু পুলিশের এই হন্তারক ভূমিকা থামবে বলে মনে হয় না। বরং প্রতিনিয়ত অপেক্ষায় থাকতে হবে 'এরপর কে হবে পুলিশের শিকার?' **আহসান কবির**